প্রশ্ন 1 গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের গণবিপ্লবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। Significance of People's Revolution in China.

উত্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের গণবিপ্লবের তাৎপর্য

1949 সালের 1 অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী চিন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মাও-জে-দং-কৃত 'নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব'-এর মধ্য দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের প্রতিষ্ঠা হয়। চিনের বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল চিনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী এবং জাতীয় ও পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণি।

Scanned with CamScanner

চিনের বিপ্লবে সকলের উপস্থিতির কারণে একে অনেকে গণ-বিপ্লব (People's Revolution) বলে অভিহিত করেছেন। চিনের বিপ্লবের তাৎপর্যকে দুরকম ভাবে আলোচনা করা যায়। যথা—[1] জাতীয় তাৎপর্য এবং [2] আন্তর্জাতিক তাৎপর্য।

জাতীয় তাৎপর্য

চিনে সংঘটিত বিপ্লব জাতীয় জীবনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং চিনের জনজীবনে এর প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন—

[1] **স্বাধীন সার্বভৌমের প্রতিষ্ঠা:** চিনে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 1840 খ্রিস্টাব্দে প্রথম অহিফেন যুদ্ধে এবং 1919 সালের 4 মে আন্দোলনে বুর্জোয়া শ্রেণি নেতৃত্ব দিয়েছিল। কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি। এরপর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চিনে যে আন্দোলন সংগঠিত হয় তা বিশেষ পরিবর্তন নিয়ে আসে। তারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠন করে, চিনের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় ঘটিয়ে একটি গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে চিনের আত্মবিকাশ ঘটায়। এর ফলে চিনের মানুষের জাতীয় জীবনে এক পরিবর্তন সূচিত হয়।

[2] **সামন্ততন্ত্রের অবসান ও সমাজতন্ত্রের জয়:** চিনের গণবিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের কাজে নিবদ্ধ হয়। তাই মাও-জে-দং চিনের গণবিপ্লবকে 'এক নতুন ও বিশেষ ধরনের' বিপ্লব নামে আখ্যায়িত করেছেন। প্রথমে সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ ও পরবর্তীকালে সামান্ততন্ত্রের উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে চিনে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্য অর্জন করেছিল। এরপর চিনের কমিউনিস্ট পার্টি চিনে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়। চিনের জনগণ রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃত নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। অতএব বলা যায় চিনের গণবিপ্লব সামন্ততন্ত্রের অবসান ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর সমাজতন্ত্র গঠনের দিকে অগ্রসরমান হয়।

[3] **জাতিগত ঐক্যসাধন:** চিনের বিপ্লব বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষের অবসান ঘটিয়ে সকলের মধ্যে ঐক্যসাধনে সক্ষম হয়। বিপ্লবে পূর্ব বিরোধগুলির উচ্ছেদসাধনের পর সংবিধানে জাতিগুলির অধিকার দান করে দেশের মধ্যে সংহতিকে আরো সুদৃঢ় করে তুলেছে।

[4] **কমিউনিস্টপার্টির নেতৃত্ব:** মাও-জে-দং-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি একাধারে কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়াদের নিয়ে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করে বিপ্লবকে পরিচালনা করে। এর ফলে চিনের আপামর মানুষ কমিউনিস্ট পার্টির ওপর ভরসা করতে শুরু করেন। তারা মনে করেন দেশের উন্নতির প্রধান রূপকার হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টিই শ্রেষ্ঠ। চিনের কমিউনিস্ট পার্টির ওপর জনগণের আস্থা ও সমর্থন থাকায় পার্টি দেশের কাজে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

[5] **সাংস্কৃতিক সাফল্য:** চিনে 4 মে-র আন্দোলনের আগে পর্যন্ত যে সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল, তা ছিল সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক প্রকৃতির। কিন্তু চিনে গণবিপ্লব এই ধরনের সংস্কৃতির জায়গায় এক নতুন ধরনের সংস্কৃতি নিয়ে আসে। মাও-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা আনীত সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিতে হঠিয়ে দেয়। এই সংস্কৃতি চিনের জনগণের সংস্কৃতি। চিনের জনগণ 1937 সালের পর থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধকে ভেঙে দিয়ে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব এক নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করে। এর ফলে 1949 সালে গড়ে ওঠে কমিউনিস্ট মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত এক নয়া-সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যার মাধ্যমে চিনের জনগণের মনের পরিবর্তন ঘটে।

Scanned with CamScanner

আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

চিনের গণবিপ্লব চিনাদের জাতীয় জীবনে যেমন নানান তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করেছে তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তা সমান তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন—

[a] **নতুন ধরনের বিপ্লব:** চিনে গণবিপ্লবের আগে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে 'বুর্জোয়া' ও 'সমাজতান্ত্রিক'—এই দুই ধরনের বিপ্লব সংঘটিত হতে দেখা গেছে। যেমন—ফরাসি বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব এবং রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। কিন্তু চিনে সংঘটিত বিপ্লব ছিল বিপ্লবী শ্রেণির যুক্তফ্রন্টে বিপ্লব। এই বিপ্লবের লক্ষ্য হল নয়া গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, যেখানে বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও সমাজের অস্তিত্ব বর্তমান থাকবে। তবে এর অন্তিম বা শেষ লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এই বিপ্লবের সঙ্গে রাশিয়ার বিপ্লবের পার্থক্য হল—পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ায় বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণির দ্বারা সংঘটিত হলেও সেখানে কোনো যুক্তফ্রন্ট গঠন করে বিপ্লবকে পরিচালনা করা হয়নি। এদিক থেকে চিনের গণবিপ্লব ছিল মার্কসীয় বিপ্লব তত্ত্বে এক নতুন সংযোজন।

[2] **দৃষ্টান্ত স্থাপন:** চিনের গণবিপ্লবে 50 কোটিরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল। তাই এই বিপ্লব বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এর ফলে আন্তর্জাতিক শক্তি সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে যায়। তাই চিনের বিপ্লবের সাফল্যকে লক্ষ করে বিশ্বের পরাধীন জাতিগুলি বিপ্লব সংঘটনের একটা পথ পায়। চিনের গণবিপ্লব দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, নিপীড়িত জনগণই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদসাধন করে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে এবং নিজেরাই শাসনক্ষমতা হাতে তুলে নিতে পারে।

[3] **সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতা:** চিনে গণবিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হলে সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। চিনের গণবিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বহিরঙ্গ যতই শক্তিশালী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করুক, বাস্তবে গণশক্তির কাছে খুবই দুর্বল প্রতিপন্ন হয়েছে। এর ফলে বিশ্বের অনেক দেশে গণশক্তির মধ্যে একটা জাগরণ লক্ষ করা যায়।

[4] **বিপ্লবে হিংসার প্রয়োজনীয়তা:** মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারে বিপ্লব একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে সর্বহারা শ্রেণি যে বিপ্লব সংঘটিত করে, শাসক ও শোষক শ্রেণি রাষ্ট্রযন্ত্রকে তথা দমনপীড়নমূলক যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে সর্বহারা শ্রেণির এই বিপ্লবকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। ফলে বিপ্লব অহিংস পথে শুরু ও পরিচালিত হলেও শেষ পর্যন্ত আর অহিংস পথে থাকে না, সেখানে হিংসার প্রয়োগ ঘটে। চিনেও অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব চিনে হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। কারণ রাষ্ট্রশক্তি ইতিপূর্বে বিপ্লবকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য হিংসাত্মক পথ অবলম্বন করেছিল। বিশ্বের বিপ্লবী দলগুলির এই বিপ্লব একটি শক্তি হিসেবে কাজ করে।

উপসংহার: চিনের গণবিপ্লবের সাফল্য শুধুমাত্র চিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি—তা সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই বিপ্লবের সাফল্য এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা নিষ্পেষিত মানুষের মধ্যে এক মুক্তির বাতাস নিয়ে আসে। এই শক্তি তাদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে অনুপ্রেরণা জোগায় এবং বিশ্ব-রাজনীতিতে পরিবর্তন নিয়ে আসে।

Scanned with CamScanner